দৈনিক ইনকিলাব

ইনকিলাব ঃ হাইকোর্টের সামনে পুলিশের চেকপোস্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়া কাউকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেয়া হয়নি (বামে), ছাত্র-ছাত্রীশূন্য ক্যাম্পাস

নিরাপত্তার নামে বাড়াবাড়ি ও সংঘর্ষের আশংকায় ঢাবি ক্যাম্পাস ছাত্রছাত্রী শূন্য

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ভয়ে আর আতংকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাত্র-ছাত্রী শূন্য হয়ে পড়েছে। গতকাল (শনিবার) ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। এমনকি ভয়ে অনেক শিক্ষকও ক্যাম্পাসে আসেননি। ছাত্রদলকে ঠেকাতে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার নামে পুলিশের বাড়াবাড়ি এবং হলগুলোতে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের ব্যাপক সশস্ত্র প্রস্তুতির কারণে ক্যাম্পাসে এ থমথমে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে ছাত্রদলে মোকাবিলায় ছাত্রলীগকে নিরাপ হেফাজতে রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের সক প্রস্তুতি সমানতালে চলছে। ক্যাম্পাসে

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ঢাবি ক্যাম্পাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন হলের গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, বিভিন্ন স্পটে রাতের জন্য লাইটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এদিকে জসীম উদদীন হলে ছাত্রদলের এক নেতাকে খুঁজতে গিয়ে এক নিরীহ ব্যক্তি ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে প্রহৃত হয়। পুলিশ তাকে আটক করে।

ক্যাম্পাসে ছাত্রদলকে প্রতিরোধ করতে গত বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ক্যাম্পাসসহ আবাসিক হলগুলোতে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। আবাসিক হলগুলো ছাড়া শাহবাগ, দোয়েল চত্বর, হাইকোর্ট, নীলক্ষেত, পলাশী ও চানখাঁরপুল এলাকায় পুলিশের চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। এসব এলাকায় গত শুক্রবার থেকে পুলিশ আরো বৃদ্ধি করা হয়। এসব চেকপোস্ট দিয়ে ছাত্র ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। বাইরের কোন গাড়ীও ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেয়া হয়নি। পুলিশের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার কারণে সাধারণ ছাত্ররা তো বটেই, অনেক শিক্ষকও হয়রানির শিকার হয়েছেন। ক্যাম্পাসে যেদিকে দু'চোখ যায় শুধু পুলিশ আর পুলিশ নজরে পড়ে। পুলিশের পাশাপাশি ছাত্রলীগও হলগুলোতে তাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও অর্থ ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে সরবরাহ করা হয়েছে। গেট পাহারা দেয়ার বদৌলতে ক্যাডাররা প্রতিরাতেই একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা পাচ্ছে। এই টাকা দিয়ে হলগুলোতে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের ভুঁড়িভোজন হচ্ছে। বিভিন্ন হলে কে কখন পাহারা দিবে এর তালিকাও টানানো হয়েছে। ছাত্রলীগ ক্যাডারদের অস্ত্র পরিচালনা প্রশিক্ষণও সমানতালে চলছে। গত শুক্রবার রাতে থেমে থেমে অর্ধশতাধিক গুলীর শব্দে হল এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। শুক্রবার রাতেও অর্ধশতাধিক গুলীবর্ষিত হয়। ক্যাম্পাসে রাতে এখন ভূতুড়ে পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সম্ভাব্য সংঘর্ষের আশংকা এবং ভীত-সন্ত্রস্ত ও থমথমে পরিস্থিতির কারণেই গতকাল বিশ্ববিদালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। স্বল্পসংখ্যক আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী ক্যাম্পাসে আসলে তাড়াতাড়ি হলে ফিরে যায়। সকলের চোখে-মুখে ছিল আতংক, উৎকণ্ঠা। ভয়ে অনেক শিক্ষকও ক্লাস নিতে আসেননি, ফলে অনেক ক্লাসই গতকাল অনুষ্ঠিত হয়নি। মূলত ক্যাম্পাসে অঘোষিত ছুটি পালিত হয়। এ পরিস্থিতিতে আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরাও হল ত্যাগ করছে। অনেকে হল ছেড়ে ঢাকায় আত্মীয়-স্বজনের বাসায় উঠেছে। এমনকি হাউস টিউটররাও আতংকে তাদের পরিবারকে অন্য কোথাও শিফট করিয়েছেন।

এদিকে ছাত্রদলকে ঠেকাতে কর্তৃপক্ষ আগে নানা ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করছে। মুজিব হল, জসীম হল, জিয়া হলসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্পটে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। ক্যাম্পাসে যাতে কোন আড়াল না থাকে এবং বিশেষ করে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা যাতে চারিদিকে দৃষ্টি রাখতে পারে এজন্য এ গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। ক্যাম্পাসের ম চত্বরসহ সকল হল এলাকায় প্রচুর বৈদ্যুতিক লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিকে জাবেদ নামে এক ব্যক্তি গতকাল দুপুরে জসীম হলে ছাত্রদলের সাবেক নেতা লিতুকে খুঁজতে গিয়ে বিপাকে পড়ে। ছাত্রলীগ ক্যাডাররা তাকে মারধর করে এবং পিস্তলের মুখে তার হাতে দু'রাউন্ড গুলী ধরিয়ে দিয়ে, পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। সে মালিবাগ থাকে বলে জানায়।